বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর

ডাইরী নং- ৭০৫০	তারিখঃ ২২/০৯/২০২০
প্রধান, প্রকউ/পানি ব্যবস্থাপনা	
সচিব	
পরিচালক, কউ/ কপ/ সওযা/ শৃংখলা/ প্রশিক্ষণ/ কল্যাণ/ নিরাপত্তা/ জনসংযোগ	
উপ-সচিব (প্রশাসন)/ উপ-পরি (আইন)	
জরুরী/ অতি জরুরী/ আলাপ করুন/ মতামত দিন/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন/ তাগাদা দিন/ নথিতে পেশ করুন/ নথিতে রাখুন	
পিএ	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)

২১/০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিব এঁর দপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৪২.০০.০০০০.১১.০৯৯.০৩৭.২০-২১৯

তারিখ ২০ জুলাই ২০২০

বিষয়ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০' উদ্বোধন করেন। দেশে মোট বনভূমির পরিমান ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্যে তিনি সদয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশে যাতে বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনীর সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ১ কোটি গাছের চারা রোপনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই বৃক্ষরোপণের ফলে একদিকে যেমন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা পারে, অন্যদিকে দেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন প্রতিপালনের লক্ষ্যে অফিস প্রাঙ্গণ, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্য ফাঁকা জায়গাগুলোতে আরও অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ রোপন করতে হবে। একই সাথে রোপিত গাছগুলোর সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃক্ষরোপণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

(১) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ আগামী ১১-১৪ আগস্ট এবং ২৭-৩০ আগস্ট ২০২০ সময়ে দুই ধাপে তাদের নামের বিপরীতে নির্ধারিত জেলাসমূহ পরিদর্শন করে বৃক্ষরোপন কাজ তদারকি করবেন এবং পরিদর্শন শেষে এ দপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কর্মকর্তাগণের জেলা ওয়ারী দায়িত্ব বন্টন করবেন। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ একত্রিত করে জেলা ভিত্তিক ও গাছের প্রজাতি ভিত্তিক বৃক্ষরোপন এর লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এ বিষয়ে উপসচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন।

(২) দেশের ভূ-প্রকৃতির অবস্থা, পরিবেশ প্রতিবেশ এর বৈশিষ্ট অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের জন্য বন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে ধরনের গাছপালার তালিকা করা হয়েছে (তালিকা সংযুক্ত) তা থেকে বাছাই করে বৃক্ষের প্রজাতি নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাখিদের আহার ও বাসস্থানের উপযোগীতা, ছায়াদানকারি ক্যানোপি সৃষ্টি, লবণাক্ত পানির সহিষ্ণুতা, হাওর অঞ্চলের উপযোগিতা এ সকল বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) এ কর্মসূচির প্রথম ধাপ শুরুর অন্তত ১৫ দিন পূর্ব থেকে বৃক্ষ রোপনের জন্য চারা সংগ্রহ, গাছের পীত তৈরী, বাঁশের খুটি মজুদ রাখা, এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগান এবং বাঁশের বেড়া প্রস্তুত রাখা নিশ্চত করতে হবে।

(৪) গাছের চারা সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে চারার উচ্চতা কমপক্ষে ৫-৬ ফুট হয় এবং তা রোগ জীবাণুমুক্ত ও পরিপুষ্ট হয়।

(৫) চারা রোপনের ক্ষেত্রে একটি চারা থেকে আরেকটি চারার দূরত্ব গাছের ক্যানোপি (পাতার বিস্তার) অনুযায়ী নির্ধারণ করা।

(৬) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি যেন ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় সে লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জনসংযোগ কর্মকর্তা বিষয়টি মনিটরিং করবেন এবং বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির প্রথম ধাপের পূর্বের দিন একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করবেন। এ ব্যাপারে সেবা শাখা সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(৭) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জেলা/উপজেলা ভিত্তিক পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য, স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংবাদ মাধ্যমের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করবেন।

(৮) জেলা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তা "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতি জেলায় অন্তত ৮০ ভাগ খনন প্রকল্প পরিদর্শন করবেন।

৩। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	
উপ-সচিব (বোর্ড/প্রশাসন/অর্থ)	* বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন/নথিতে রাখুন।
উপ-সচিব (পূর্ব রিঃ/পশ্চিম রিঃ/ পরিকল্পনা)	* জরুরী/অতি জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন।
	* পরীক্ষান্তে মতামত/প্রস্তাবসহ পেশ করুন।
উপ-পরি(আইন বিষয়ক)	* আলোচনা করুন/তাগিদপত্র দিন।
উপ-পরি(বোর্ড)	* পিএ সংশ্লিষ্ট নথিতে রাখুন।
	* ই-নথিতে পেশ করুন।
ডায়রী নং......................(পিএ) তারিখ..............................	সচিব, বাপাউবো

২০/০৯/২০২০

(এস. এম. সাদিক তানভীর)
সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫১৫৫৩৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬৭৬৬৩৪৯
ই-মেইল: pssec@mowr.gov.bd

চলমান পাতা-২

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ
অফিস ঃ ৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

Phone :
Office : 9555133
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০৩৫.১৯-১৮৬

তারিখঃ ২৭-০৭-২০২০ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সিনিয়র সচিব এঁর দপ্তর এর স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.১১.০৯৯.০৩৭.২০-২১৯ তারিখঃ ২০ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ এর মর্মানুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

১-৯। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণাঞ্চল/উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/ফরিদপুর/খুলনা/বরিশাল/রংপুর।

১০-১১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকাস্থ সকল দপ্তর), বাপাউবো, ঢাকা।

১২-১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং/পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

১৪। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা।

১৫। নিয়ন্ত্রক, অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা, বাপাউবো, ঢাকা।

১৬-১৮। প্রকল্প পরিচালক/পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)....., বাপাউবো, ...।

১৯। সি.এস.ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

২০। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) ....., বাপাউবো, ...।

২১। সিষ্টেম এনালিষ্ট, প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। (বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২২-২৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পশ্চিম রিজিয়ন/পূর্ব রিজিয়ন/পরিকল্পনা)/সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

২৭-০৭-২০২০

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপ-পরিচালক বোর্ড)
বাপাউবো, ঢাকা